



26247 - খুলা তালাকরে পরচিয় ও পদ্ধতি

প্রশ্ন

খুলা তালাক বলতে কী বুঝায়? খুলা তালাক প্রয়োগ করার পদ্ধতি কী? যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে না চায় তা সত্ত্বেও কী তালাক সংঘটিত হতে পারে? আমেরিকান সোসাইটি সম্পর্কে কী বলবেন? যদি স্ত্রীর কাছে তার স্বামী মনপূত না হয় (কোন কোন ক্ষেত্রে; যহেতু স্বামী দ্বীনদার)। স্ত্রী ধারণা করে যে, তার তালাক দয়ার স্বাধীনতা রয়েছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

খুলা হচ্ছে: কোন কিছু বনিমিয়ায় স্ত্রী বর্জিত হয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে স্বামী সবে বনিমিয়ায় গ্রহণ করে স্ত্রীকে বর্জিত করে দিবে; এ বনিমিয়ায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহরানা হোক কিংবা এর চয়ে বেশি সম্পদ হোক কিংবা এর চয়ে কম হোক।

এ বখানরে দলিল হচ্ছে, আল্লাহর বাণী: “আর তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো (বদায় করার সময়) তা থেকে কিছু ফরিয়ে নয়ো তোমাদের জন্য বৈ নয়। তবে এটা স্বতন্ত্র, স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ নির্ধারণিত সীমারখো রক্ষা করে চলতে পারবে না বলে আশংকা করে, তাহলে এমতাবস্থায় যদি তোমরা আশংকা করো, তারা উভয়ে আল্লাহ নির্ধারণিত সীমার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রীর কিছু বনিমিয়া দিয়ে তার স্বামী থেকে বর্জিত লাভ করায় উভয়ের কোন গুনাহ নাই।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২২৯]

সুন্নাহ থেকে এর দলিল হচ্ছে, সাবতে বনি ক্বাইস বনি শাম্মাস এর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সাবতে বনি ক্বাইসের উপর চারত্রিকি বা দ্বীনদারি কোন দোষ দি না। কিন্তু, আমি মুসলিম হয়ে কুফরিতে লিপ্ত হতে অপছন্দ করি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি কি তার বাগানটি ফরিয়ে দিবে? সাবতে মোহরানা হিসেবে তাকে বাগান দিয়েছিল। সবে বলল: জ্ববি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: বাগানটি গ্রহণ করে তাকে বর্জিত করে দাও” [সহি বুখারী (৫২৭৩)]

এই ঘটনা থেকে আলমেগণ গ্রহণ করেন যে, কোন নারী যদি তার স্বামীর সাথে অবস্থান করতে না পারে সেক্ষেত্রে বচিরক স্বামীকে বলবেন তাকে তালাক দিয়ে দিতে; বরং স্বামীকে তালাক দয়ার নির্দেশে দিবেন।



এর পদ্ধতি হচ্ছে- স্বামী বনিমিয় গ্রহণ করবনে কথিবা তারা দুইজন এ বিষয়ে একমত হবনে; এরপর স্বামী তার স্ত্রীকে বলবনে: আমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে দলিাম কথিবা আমি তোমাকে খুলা তালাক দলিাম, কথিবা এ জাতীয় অন্য কোন শব্দ।

তালাক হচ্ছে স্বামীর অধিকার। স্বামী তালাক দলিই তালাক সংঘটিত হবে। দললি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তালাক তারই অধিকার যার রয়েছে সহবাস করার অধিকার” অর্থাৎ স্বামীর। [সুনানে ইবনে মাজাহ (২০৮১), আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (২০৪১) হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়িত করছেন]

এ কারণে আলমেগণ বলেন: যে ব্যক্তিকে তালাক দেয়ার জন্য অন্যায়ভাবে জবরদস্তি করা হয়েছে; সে ব্যক্তি যদি এ জবরদস্তি থেকে বাঁচার জন্য তালাক দেয় তাহলে সে তালাক সংঘটিত হবে না। [দখেুন আল-মুগনী (১০/৩৫২)]

আপনাদরে সেখানে মানবরচতি আইনে স্ত্রী নজিই নজিকে তালাক দতি পোরার যে বিষয়টি উল্লেখ করছেন: যদি সটো এমন কোন কারণে হয় যে কারণে মহিলার জন্য তালাক চাওয়া জায়যে আছে; যমেন- স্ত্রী তার স্বামীকে অপছন্দ করা, স্বামীর সাথে একত্রে থাকতে না পারা, কথিবা স্বামীর দ্বীনদারি ঘাটতি ও হারামে লপ্ত হওয়ার স্পর্ধাক অপছন্দ করা ইত্যাদি, তাহলে স্ত্রীর তালাক চাওয়াতে কোন দোষ নই। তবে, এ অবস্থাতে স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা গ্রহণ করেছে সটো ফরত দতি হবে।

আর যদি যথার্থ কারণ ছাড়া স্ত্রী তালাক চায় তাহলে সটো নাজায়যে। এমতাবস্থায় কোর্ট যদি তালাক কার্যকর করে তাহলে সটো ইসলাম শরিয়তে গ্রাহ্য হবে না। বরং এ মহিলা এ পুরুষের স্ত্রী হিসেবে বলবৎ থাকবে। এখানে হচ্ছে সমস্যা। সমস্যাটা হলো- এ নারী আইনের দৃষ্টিতে তালাকপ্রাপ্ত; ইদ্দত শেষে হলে সে হয়ত অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে তালাকপ্রাপ্ত নয়; সে অন্য একজনের স্ত্রী।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন এ ধরণের মাসয়ালার ক্ষেত্রে বলেন:

আমরা এখন একটা সমস্যা সংকুল মাসয়ালার সামনে আছি। এ নারী তার স্বামীর বিবাহাধীনে থাকায় অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। কিন্তু, বাহ্যতঃ কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে সে তালাকপ্রাপ্ত নারী; যখন তার ইদ্দত পূর্ণ হবে তার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা বৈধ। এ সমস্যা নরিসনে আমার দৃষ্টিভিগ্ন হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে কিছু দ্বীনদার ও ভাল মানুষকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; যাতে করে তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমঝোতা করতে পারে। সমঝোতা না হলে, স্ত্রী তার স্বামীকে বনিমিয় দতি হবে; যাতে করে এটি ইসলাম শরিয়তের দৃষ্টিতে খুলা তালাক হিসেবে গণ্য হয়।

শাইখ উছাইমীনের লিকাউল বাব আল-মাফতুহ; নং ৫৪, (৩/১৭৪) দারুল বাছরি প্রকাশনী, মশির